ভোরের কাগজ

SEP. 12 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৭ ...

সংবাদ সম্মেলনে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের অভিযোগ

স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষক ড্রাইভারের চেয়ে দুধাপ নিচে বেতন পায়

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরলেন তাদের বঞ্চনা ও অবহেলার নানা দিক। সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাগণ বলেন, একজন স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী প্রাথমিক শিক্ষক একজন ড্রাইভারের চেয়ে দুই ধাপ নিচের স্কেলে বেতন পান। ১৯৭৭ সালের পূর্বে পদোন্নতিপ্রাপ্ত শিক্ষকগণের টাইমস্কেলজনিত সমস্যার কারণে তাদের পেনশন থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে বলেও শিক্ষকরা অভিযোগ করেন।

নগরীর একটি হোটেলে গতকাল আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দ এসব কথা বলেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বহুল আলোচিত বহিরাগত বিতর্কিত শিক্ষক নেতা আবুল কালাম আজাদের অনাচারের কাহিনীও তুলে ধরেন।

শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারি কর্মচারী বিধায় তাদের সংগঠনের বহিরাগত কোনো ব্যক্তি সম্পৃক্ত হতে না পারার বিভাগীয় নির্দেশ অমান্য করে এখনো নিজের তৈরি করা শিক্ষক সমিতির নেতা হিসেবে বহাল তবিয়তে আছেন বহিরাগত আবুল কালাম। নেতৃবৃন্দ বলেন, বহিরাগত আবুল কালাম সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক না হয়েও প্রাথমিক শিক্ষকদের নেতা হিসেবে অবৈধভাবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ বলেন, উক্ত বহিরাগত আবুল কালাম ইতিমধ্যে সরকারি প্রাথমিক শিক্ষকদের সকল সম্পত্তি বিক্রি করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেছেন এবং বর্তমান শিক্ষকদের কল্যাণ ট্রাস্টে জমাকৃত কোটি কোটি টাকা

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৪

স্নাতক ডিগ্রিধারী শিক্ষক ড্রাইভারের

● শেষের পাতার পর

আত্মসাৎ করার হীন প্রচেষ্টায় লিপ্ত আছেন। শিক্ষকগণ বলেন, সরকার এবং প্রশাসনের আনুকূল্যে উক্ত বহিরাগত সকল অবৈধ কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকগণ বলেন, পিটিআই পাসের কারণে সিনিয়র শিক্ষকগণ জুনিয়র শিক্ষকগণের চেয়ে কম বেতন পাচ্ছেন— যা অন্য কোনো সরকারি দপ্তরে নেই। এ ছাড়া ১০ বছর পূর্বে নিয়োগপ্রাপ্ত ৭ হাজার ১৮০ জন শিক্ষককে অস্থায়ী রাজস্ব খাতে আত্মীকরণ করা হলেও তাদের চাকরি স্থায়ীকরণ না হওয়ার কারণে প্রতি বছর জুন মাস থেকে পরবর্তী ৪/৫ মাস বেতন বন্ধ থাকে বলেও সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষকগণ বলেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, মাতৃত্ব ছুটির সময় সংশ্লিষ্ট শিক্ষিকার বেতন-ভাতাদির সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে, যা অন্য কোনো সরকারি দপ্তরে নেই।

সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ বহিরাগত নেতৃত্বসংক্রান্ত বিভাগীয় আদেশ কার্যকর, বেআইনিভাবে গঠিত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক কল্যাণ ট্রাস্টবোর্ড বাতিলসহ উল্লিখিত ১৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে ৪ মাসব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আগামী ৫ অক্টোবর সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ৬ অক্টোবর সকল জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর বরাবরে স্মারকলিপি পেশ, কর্মসূচির সর্বশেষ অংশ হিসেবে আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে ঢাকায় মহাসমাবেশ এবং সেখান থেকে বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষক সমিতির সভাপতি আব্দুল আউয়াল তালুকদার, সহসভাপতি নেছারউদ্দীন নেছার, লতিফা আহমেদ, নূরুন নাহার, আঃ আজিজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।